মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল

৫৪ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৩ ❀ নভেম্বর, ২০১৬

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-259599, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা	—	৪
৪। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ হয়	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৬। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র	—	১২
৭। গোদ্রুম মঠে শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী ও ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ	১৫
৮। রাধাকুন্ড গৌড়ীয় মঠে ছয়দিন ব্যাপী 'শরণাগতি' প্রসঙ্গে আলোচনা	সংগ্রাহক—কমলা দাসী	১৮
৯। নদীয়া ও দঃ ২৪ পরগনা গৌড়ীয়মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৩ ❀ নভেম্বর, ২০১৬

সারকথা

পরমহংস বা বৈষ্ণবের লক্ষণ কি?
শরণাগতের, - অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁ'রে করে তৎকালে আত্মসম ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১২।৯৬, ৯৯)

কৃষ্ণ নাম গ্রহণকারী কিরূপ?
চন্ডাল চন্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎ পথে চলে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৮)

ভক্ত কি কাহারও ধার ধারেন?
কাম ত্যাজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি,।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥
(চৈঃ চঃ ম।২২।১৪০)

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি', ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৪২-১৪৩, ১৩৭, ১৩৮)

একমাত্র সত্য কি?
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৫)

বিষয়ের স্বভাব কি?
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥
(চৈঃ চঃ অ। ৬।১৯৯)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১)পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

২২)ভগবানের দয়া বা কৃপা নিতান্ত উদার ও সরল ব্যক্তি লাভ করেন। কিন্তু চতুর ও কপট ব্যক্তি পায় না।

২৩)সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা; পরমহংসবৈষ্ণবের দাসগণ সরল, তাই তাঁহারাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

২৪)জীবের বিপরীত রুচিতে অর্থাৎ শ্রীহরির ভজন বিমুখ বৃত্তিকে পরিবর্ত্তনের চিকিৎসা করিয়া শ্রীহরির ভজন উন্মুখী করাই সর্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটি মানুষকে যদি বাঁচাইতে পার, তাহা হইলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণ দয়া করা ও জীবসেবা, জীবে দয়ারূপ পরোপকার কাজ করা হইবে।

২৫)গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর পুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

২৬)গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজনক ক্লেশপর) ইন্দ্রিয় তর্পন বন্ধ করিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পনের কথায় ব্যয়িত হয়।

২৭)যাহাদের আত্মবিৎ-এর নিকট নিজেদের ভগবৎ সেবাপ্রবৃত্তি সর্বক্ষন উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। উহা সর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করাই বাস্তবিক মঙ্গল।

২৮)কেবল আচার রহিত প্রচার কর্মাঙ্গের অন্তর্গত। ইহা নিজের এবং অপরের আত্মবিনাশকর।

২৯)যোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয় বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে। পরন্তু যদি কাহারো উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে।

৩০)শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-মহাশয় যে অপ্রাকৃতলীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জন সেবার উপকরণরূপ শতমুখী সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমণ এবং দুঃসঙ্গানুকরণ বর্জ্জন কার্য্যে জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা

বৈষ্ণব চিনিত না পারিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয় না। এইজন্য ঠাকুর ভক্তি বিনোদ বলিয়াছেন—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে ॥''

সর্বস্বসমর্পণ পূর্ব্বক মঠে বহুকাল বাস করিয়া সন্ন্যাসী, বক্তা, পাঠক ও বহুলোকের উপদেষ্টা হইয়াও যদি কেহ কেহ বৈষ্ণব চিনিতে না পারেন তবে বড়ই দুঃখের কথা। এই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কেবল কতগুলি Activity দেখিয়া বৈষ্ণবতা বা সেবাবৃত্তি পরিমান করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার জন্য কাহার কতটা আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে—কাহার হৃদয়ে ''অন্যাভিলাষিতাশূন্যা'' অর্থাৎ 'অহৈতুকী' এবং 'জ্ঞান'-কর্মাদি অনাবৃত অর্থাৎ ''অব্যবহিতা' অচঞ্চলা ভক্তি উপায় হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব চিনিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এই যে তিনি কৃষ্ণৈক শরণ। তাঁহাতে কোন প্রকার অপবনিগ্‌বৃত্তির লেশও নাই, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক, যে কর্মতৎপরতা, তাহা সেবাবৃত্তি নহে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার dose (মাত্রা) কমাইয়া দিলেই যদি সেবাবৃত্তি মুসরাইরা যায় সেবায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে তাহা সেবা নহে।

স্কুলের ছেলেদের মত কেবল কতকগুলি Routine বাঁধা কাজের দ্বারা সেবাবৃত্তি জাগরূক হয় না। ঐরূপ শাসনের দ্বারাও বিশেষ মঙ্গল হয় না। কোন বস্তুতে আঠা জন্মিলে অর্থাৎ লাভ লোকসানের বিচারের মধ্যে আসিলে অলস ব্যক্তিও কর্মতৎপর ও অলস হইয়া পড়ে। এইজন্য সর্বদা শরণাগতির ও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিদনুশীলনরত সাধুর সঙ্গ করিবার উপদেশ দিতে হইবে, তাহাই বড় কথা।

ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ হয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে অধিবাস তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা
স্থান-শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তারিখ:- ০৫-০৯-২০১৫

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা জন্মাষ্টমীর দিনে যেখানে এসে পৌঁছেছি সে স্থানটা কৃষ্ণানুশীলনময় স্থান, কৃষ্ণের অনুশীলন করবার উপযুক্ত স্থান। আমরা কৃষ্ণভোলা হয়ে জগতে অনেক দুঃখ কষ্ট পাই কিন্তু কৃষ্ণকে হৃদয়ের মধ্যমনি করে রাখলে সে সমস্ত উল্টে যায় এবং পরমানন্দ লাভ হয়। পরমানন্দ লাভ হয় তাঁকে প্রণাম করলে, তাঁর অনুশীলন করলে, তাঁর স্থানে আসলে, তাঁর লীলা কথার কীর্তন করলে মানে যেন তেন প্রকারেন কৃষ্ণের অভি-নিবেশ করলে, এটা হচ্ছে সাধারণ কথা। **কৃষ্ণ আকর্ষক আর জীব আকৃষ্ট তত্ত্ব সেইজন্য আমরা আকর্ষক বস্তুর সান্নিধ্যে এসে যদি একটু আকর্ষণ অনুভব করি তাহলে জীবনের সব লাভ এতেই হচ্ছে।** কৃষ্ণ তিনি পরম তত্ত্ব, কৃষ্ণের থেকে আর বড় নাই। সেইজন্য কৃষ্ণের অনুশীলন করতে আমরা সকলেই বাধ্য আছি।

কৃষ্ণ নাম যেরকম মধুর হয় এবং তা হতে আরও সুমধুর কৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণের পরিকর, কৃষ্ণের স্থান এই সমস্ত কথা বুঝে যদি আমরা কৃষ্ণের স্থানে এসে উপস্থিত হতে পারি তখন পরম আনন্দ লাভের সম্ভাবনা থাকে। জগত জীব উল্টো পথে চলছে ভগবানকে ভুলে, বদ্ধ হয়ে কাল কাটাচ্ছে কিন্তু এই বদ্ধ দশার মধ্যে কেবল নিরানন্দই পাচ্ছে। সেজন্য আমরা যদি একটা কথা শিখতে পারি, শুনতে পারি কৃষ্ণ ভক্তের সান্নিধ্যে এসে তবে সেটাই জীবনের বিশেষ লাভ। বিশেষ লাভ হবে কৃষ্ণানুশীলন করলে, সেটা যখন অনুভবের বস্তু হয় তখন আর কোন বাধা থাকে না। **জগত জীবের কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্যতত্ত্ব।** ''আরাধনানাং সর্ব্বেষাং''—কৃষ্ণের আরাধনাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বলছেন শাস্ত্র। জগত উল্টোপথে চলছে মানে—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭)

'সংসার দুঃখ' অর্থাৎ এই সংসার দুঃখের স্থান। সেই-জন্য ভগবানের রাজ্যে থেকে জীব দুঃখ কেন পাবে যদি জীব কৃষ্ণকে Center -এ বসায়। Krishna Centric life মানে ভগবানকে Centre-এ রেখে জীবন কাটানো -এ কেবল হয় ভক্তসঙ্গে। ভক্তসঙ্গে যতক্ষণ আমরা নিজেদের আবিষ্ট রাখতে পারি ততক্ষণ আমাদের লাভ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন—

''কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥''
(চৈঃ চঃ ম। ২২।৮৩)

কৃষ্ণকে কোথায় পাওয়া যায়?—**ভক্তসঙ্গে এসে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।** এই স্থান সেই ভক্তি সেই লীলার স্থান। সেইস্থান সার্থক হয় যেখানে কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাতে পারি আমাদের জীবনে। আমাদের জীবনে ভগবানকে আবির্ভাব করাতে পারলে জীবনের সব দুঃখ শেষ হয়ে যায়। আমরা মনে করি যে কৃষ্ণ একটা allegorical অর্থাৎ কাল্পনিক। কৃষ্ণ সর্ব-শাস্ত্রের সার, সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদের সার কৃষ্ণানুশীলন। কৃষ্ণানুশীলটা হয় কখন, যখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি, শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা মহোৎসব, কৃষ্ণভক্তের যাত্রা মহোৎসব যখন আমরা অনুস্মরণ করি, অনুশীলন করি তখনই কৃষ্ণ অনুভব পেতে পারি। এই কৃষ্ণানুভবের দ্বারা আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, সেখানে থেকেই লাভ হয়। এই লাভ কুড়াবার জন্য আমরা এখানে এসেছি এবং **ভক্তসঙ্গ লাভ করে ভক্ত-সঙ্গের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যদি আমরা guided করতে পারি নিজেদের জীবনকে তবে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণানুশীলন হবে।** কৃষ্ণানুশীলনই হচ্ছে আমাদের দরকার। এতবড় সুন্দর গৌড়ীয় মঠ, এখানকার বাতাবরণ Surcharged by কৃষ্ণ-কথা এবং এই surcharged হয়েই যদি থাকে তখন আমরা ধন্য হব। ভগবান তিনি যুগে যুগে নানা অবতারলীলা করলেও তিনি নিজে অবতীর্ন হন তখন বিশেষ করে তাঁর জন্মদিনে, তাঁর আবির্ভাবের দিনে তিনি অতিশয় কৃপোন্মুখ হন। যেমন ধরুন আমার জন্মদিনে যদি কেউ আসে আমি যেমন খুশি হই সেইরকম ভগবান আজ বরণোন্মুখ হয়ে সবাইকে দর্শন দিয়ে তিনি তাদের আকর্ষণ করছেন নিজের পাদপদ্মের মধু পান করা-বার জন্য। এজন্য এ সুযোগ সবসময় আমাদের জীবনে আসুক এটা চাই এবং সকলের জীবনকে ভক্তির দ্বারে আবির্ভূত করিয়ে মানে ভক্তির স্বাদ যেন লাগিয়ে দেয় এই প্রার্থনা করি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা

বক্তা:-ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক-শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা এই দুটি বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে কটকস্থিত শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিনোদরমন জীউর পাদপদ্মের ছত্রছায়ায় পাঁচদিন ব্যাপি ২৩-৬-২০১৬ থেকে ২৭-০৬-২০১৬ পর্য্যন্ত বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত ক্লাসে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্নাসী মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠী সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্মবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা করেন। ভক্তি সাধকের জীবনে শ্রীশিক্ষাষ্টকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সরল ভাষায় সকলকে উপলব্ধি করান।

ভগবদ্ কথা আলোচনা অথবা পারমার্থিক ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত। মনুষ্য শরীর কথা চর্চা ছাড়া থাকতে পারে না। উদর ভরণ জন্য, মনোরঞ্জন জন্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা চর্চা হয়। আর যে ভক্ত সে হরিকথা ব্যতীত থাকতে পারে না। 'মৎস্য বিনা জলে'—মাছকে যেমন জল থেকে তুলে আনলে বাঁচতে পারে না ঠিক তেমনি ভক্ত হলে ভগবানের কথা ব্যতীত বাঁচতে পারে না। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর বসে ভগবানের কথা আলোচনা করা একটি ভক্ত্যঙ্গ। গীতার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, যোগের কথা অনেক আছে কিন্তু ভক্তের লক্ষণ বিষয়ে বলছেন—

''মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥''
(গীঃ ১০/৯)

কৃষ্ণ বলছেন 'মদ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা' অর্থাৎ যে চিত্তের মধ্যে আমার চিন্তা বা ধ্যান করবে, যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি আছে, যার চিত্তে ভগবানের ভজন করবার অভিলাষ জন্মায়, 'বোধয়ন্ত পরস্পরম'—শ্রোতা এবং বক্তা পরস্পর শাস্ত্র চর্চা করে শাস্ত্রের অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে, 'কথয়ন্তশ্চ মাং'—আমার (ভগবানের) কথা আলোচনা করবে, 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'—সেই কথার মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করবে, ভগবানের স্মরণে থাকবে, মন, প্রাণ, বুদ্ধি চিত্তের মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে আনন্দ পাবে আর তার মধ্যে ভগবান সর্বদা বিরাজ করবে। তা না হলে চিত্তটা সংসারের মধ্যে পড়বে।

আর এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত কি বললেন—

''পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টিনিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥''
(ভাঃ ১১।৩।৩০)

যে ভক্ত হবে সে পরস্পর গ্রাম্য কথা ত্যাগ করে, নিরন্তর, সর্ব অবস্থায় অনুক্ষণ ভগবদ্ চর্চা করবে। আর অনুগত হয়ে কীর্ত্তন করবে মানে যে কথা শ্রীগুরুবর্গের কাছে শ্রবণ করেছে সেই কথাটা তাঁদের অনুগমনে অপরের কাছে কীর্ত্তন করা। ভগবানের যে লীলা কথা তা পরস্পর আলোচনা করার নাম অনুকীর্ত্তন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্য কথা বললেও তার প্রাধান্য থাকবে না।

পাবনং ভগবদ্যশঃ—ভগবানের পবিত্র যশঃ কথা, গুণ গাথা, 'মিথোরতির্মিথোস্তুষ্টি নিবৃত্তি মিথো আত্মনঃ—পরস্পরে রতি, স্তুষ্টি ও আত্মনিবৃত্তির উদয় হবে। শ্রীল আচার্য্যপাদ প্রায়ই একথাটা বলতেন।

ভাগবতের অপর শ্লোকে বলেছেন—

''ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র
চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥''
(ভাঃ ১১।২।৪২)

পরস্পর ভগবদ্ কথা আলোচনা রূপে ক্রিয়ায় তিনটে ফল—তুষ্টি পুষ্টি ও আত্মনিবৃত্তি।

১) শিক্ষাষ্টক কি, কে রচনা করলেন ও কোন অবস্থায় রচনা করলেন।

উঃ- শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকের মাধ্যমে বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যময় প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভ প্রেমময় শিক্ষা কলিহত জীবের জন্য রেখে গেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আমরা কর্ম, জ্ঞান যোগাদির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধভক্তি যাজন করতে সক্ষম হব। শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনি যখন মহাভাব অবস্থায় ছিলেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপ্রলম্ভভাবে অবিষ্ট ছিলেন সে সময় এই আটটি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন, এর মধ্যে গভীর শিক্ষা আছে।

শ্রীলপ্রভুপাদ বলেছেন Lord Chaitanya had imipregnated his all philosophy in the shikhshastak. শুদ্ধভক্তির সাধকগণ যদি সেই ভাব বা প্রেমাবস্থা পেতে চান তাহলে এই শিক্ষার অনুসরণ করতে হবে। তিনি এই আটটি শ্লোকের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন কি করে সাধক জীব সাধন ভক্তি যাজন করে ভাব ভক্তি লাভ করে প্রেমের ভূমিকায় পৌঁছতে পারবে। শুধু তাই নয় কলিহত জীবের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রলম্ভ প্রেম কিভাবে তা লাভ করা যায় তার দিগ্‌দর্শন দিলেন আর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞানের শিক্ষা দিলেন। তাই শিক্ষাষ্টক শ্রীমহাপ্রভুর সম্পূর্ণ শিক্ষা। শ্রীমহাপ্রভু দেখালেন যে 'নন্দনন্দন' আমাদের একমাত্র সম্বন্ধিতত্ত্ব। তাঁর শিক্ষায় 'নন্দনন্দন' কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ আরাধ্য দেবতা নাই, তাই একটি শ্লোকে বললেন 'অয়ি নন্দতনুজ!'—নন্দনন্দই একমাত্র প্রাণনাথ। কোন সময় কুলীন গ্রামবাসী গুণরাজ খাঁ, সত্যরাজ খাঁ, তাদের দ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচিত হয়েছিল। কোন জায়গায় তিনি লিখেছিলেন 'নন্দনন্দন' মোর প্রাণনাথ'। মহাপ্রভু প্রশংসা করে বলেছিলেন—''নন্দনন্দন মোর প্রাণনাথ এই বাক্যে তোর বংশে বিকাইনু হাত ॥'' যেখানে ইষ্টদেবে একনিষ্ঠতা সেখানে সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার Chance বেশী। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হলে 'নন্দনন্দন' ব্যতীত আর আমাদের কোন প্রাণনাথ নেই। যদিও তার অন্যস্বরূপ আমরা আদর করি, ব্রত করি, সেগুলো গৌণবৃত্তিতে, মুখ্যবৃত্তিতে নয়।

শ্রেষ্ঠ অভিধেয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। সেজন্য বললেন 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্। সংকীর্ত্তন স্বয়ং সাধন আর সাধ্য।

''হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্ত্তন-কলৌ পরম উপায় ॥''

(চৈঃ চঃ অ। ২০।৮)

আমাদের প্রকট গুরুদেব শ্রীল গোস্বামীপাদ বলেন—**কলিহত জীবের জন্য এটা একটা সুবিধে হয়ে গেছে যে উপায় এবং উপেয় এক। ভিন্নতা নেই সেখানে তাই অনেক সুবিধা।** কৃষ্ণ নন্দিত হয় যদি সংকীর্ত্তন যজ্ঞেতে তাঁকে আরাধনা করা হয়। মহাপ্রভুর ভাষায় ''কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ''। আর মহাপ্রভুর শিক্ষায় যে প্রয়োজন তা হলো কৃষ্ণপাদ-পদ্মের ধূলি হওয়া, তাঁর পাদপদ্মের নিত্য সেবা লাভ করা।

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবসমূহকে বিশুদ্ধ ভক্তির রস পান করানোর সুযোগ এনে দেন, সেইজন্য তিনি নিজে এসে নাম সংকীর্ত্তন ধর্মের প্রকাশ করলেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত যে নাম সংকীর্ত্তন সেটা বিশুদ্ধ কীর্ত্তন। সেই বিশুদ্ধ নাম সংকীর্ত্তনই কলিহত জীবের চরম সাধন।

'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্'—নাম সংকীর্ত্তনকে জয়যুক্ত করলেন আর বললেন যদি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করবে তো তার সাতটা ফল পাবে।

''চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্॥''

২) সংকীর্ত্তন কথার অর্থ কি?

উঃ- ''বহুভি মিলিত্বা যদ্ কীর্ত্তনম্ তদৈব সংকীর্ত্তনম্।''

বহুজন মিলিত হয়ে কীর্ত্তন, সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন মানে মহাজন রচিত, মহাজন নির্দেশিত, স্বজাতীয় স্নিগ্ধ ভক্তগণ মিলে মৃদঙ্গ করতাল বাদ্যযন্ত্র সহকারে হৃদয়ের রস মিশ্রিত করে ভগবানকে নন্দিত করবার জন্য যে কীর্ত্তন সেই সংকীর্ত্তন। শ্রীমহাপ্রভু এই সংকীর্ত্তন এনেছেন যা আমরা পরম্পরায় লাভ করেছি। সেই সংকীর্ত্তনের প্রভাবে সবাই আনন্দ পাবে আর তখন সংকীর্তন জয়যুক্ত হবেন। সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হওয়া মানে হৃদয়ের ময়লা বা অবিদ্যা তা দূরীভূত হবে। মহাপ্রভুর শিক্ষা হলো এইরকম সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করা। জীবনের সার করা। তখন আমাদের জীবনে সংকীর্ত্তনের প্রভাব পড়বে। এখন আলোচ্য বিষয় কখন আমি সেই সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করতে পারব? এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন—কর্ম, জ্ঞান ছেড়ে শুদ্ধভক্তি দ্বারাই জীবের চরম লাভ হয়। আর শুদ্ধভক্তি করতে গেলে শ্রদ্ধাই তার প্রথম অধিকার। এই শ্রদ্ধা কবে হবে? শাস্ত্রার্থাধারণময়ীং আর ভগবদ্‌লীলামাধুর্য্যময়ীং এই দুই ভাবে। শাস্ত্র অর্থ অবধারণ মানে শাস্ত্র বাক্য গ্রহণ, বোঝা

তারপর সেই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

''শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার ॥''

(চৈঃ চঃ ম।২২।৬৫)

আর ভগবদ্‌লীলামাধুর্য্যে যার লোভ থাকবে সে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ করতে পারবে। এইরকম শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি কি করবে?—শ্রদ্ধা লাভের পরে শ্রীগুরুপদাশ্রয় করে সাধুসঙ্গ করবে। কিন্তু কোন সাধু?—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

মহাজন প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন যেখানে আছে সেখানে যাবে, সাধুসঙ্গ করবে। সেই সাধুসঙ্গ করলে কি হবে?—

''সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্বানর্থনিবর্তন' ॥''

(চৈঃ চঃ ম।২৩।১০)

চিদ্‌শক্তির থেকে মহাজনের মাধ্যমে যে কীর্ত্তন অবতরণ করেছেন সেটাই সংকীর্ত্তন। মহাপ্রভু বলছেন সেইরূপ সংকীর্ত্তন প্রভাবে সাতটি ফলের উদয় করায়।

১) চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জন করবে—চিত্ত হচ্ছে মহৎতত্ত্ব যার অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন বাসুদেব। চিন্ময়তত্ত্ব প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে তাকে মহৎতত্ত্ব বলে। শাস্ত্রে একে চিত্ত বলেছেন। চিত্তরূপ দর্পণ হলো মাধ্যম যার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ দেখা যায়। আর অবিদ্যা, অস্মিতা বাসনা রূপ নোংরা চিত্তকে আবৃত করে রাখে সেজন্য ভগবানকে দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে চিত্তের ময়লা মার্জিত হয়।

২) মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্—এই সংসারে যে ত্রিতাপ জ্বালায় জীব সকল দগ্ধীভূত হচ্ছে—আধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক আর আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক হলো শরীরগত তাপ, কফ, পিত্ত, বায়ু থেকে যে তাপ। দেবতা থেকে যে তাপ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, তুফান ইত্যাদিকে অধিদৈবিক তাপ বলে। আধিভৌতিক তাপ হলো বিভিন্ন প্রানী থেকে প্রাপ্ত কষ্ট। এই তিনটে তাপ হচ্ছে মহাদাবাগ্নি। কোনদিন যদি শুদ্ধ সংকীর্ত্তন এ প্রবেশ করতে পারি তাহলে আমার জন্ম জন্মান্তরের ভবমহাদাবাগ্নি নিবার্পিত হয়ে যাবে। সংকীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র ঔষধ।

৩) শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম্—শ্রেয়ঃ মানে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, কৈরব—কুমুদ পুষ্প, চন্দ্রিকা-জ্যোৎস্না। হরিসংকীর্ত্তন করলে এমন স্নিগ্ধ আলো আত্মার উপর পড়বে যে, আত্মাবৃত্তিতে হৃদয় পুষ্পে প্রফুল্লিত হবে, সেখানে কোন ময়লা থাকবে না।

৪) বিদ্যাবধূজীবনম্—মুন্ডক উপনিষদে দু প্রকার বিদ্যার কথা আছে। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে জড় বা অপরা বিদ্যা অন্তর্হিত হবে আর পরাবিদ্যা প্রফুল্লিত হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূর স্বামী।

৫) আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং—আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। সাধক জীব আনন্দ সাগরে ডুব দিতে পারবে।

৬) প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং—প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করায়।

৭) সর্ব্বাত্মস্নপনং—সর্ব্ব মানে সর্ব্ব জীব বৃক্ষ লতা গুল্ম ও সকল জীবাত্মা। স্নপনং অর্থাৎ নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া। প্রত্যেক জীবের আত্মার নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা লাভ হবে মানে কোন প্রকার মল থাকবে না। প্রত্যেক জীবাত্মা পরিশুদ্ধতা লাভ করবে এবং রাগমার্গীয় ভক্তি লাভ করতে পারবে।

এই সংকীর্ত্তনের সাতটা ফলের মাধ্যমে মহাপ্রভু জীবের কল্যান করলেন। যে সেই সংকীর্ত্তন করবে, বুঝবে বা অংশগ্রহণ করবে তার চিত্ত দর্পন মর্জ্জিত হবে, তাই মহাপ্রভুর সেই সংকীর্ত্তন সেবায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিতে হবে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী, তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

নাম নামি অকারি, হে নাম প্রভু! ভগবান কৃষ্ণ, তুমি বহু নামে প্রকাশিত হয়েছ। নাম সাধন সবচেয়ে সহজ পন্থা, কেননা, তিনটে উপায়ে নাম সাধনকে সুলভ করলেন ভগবান। বহু প্রকার নামে প্রকটিত হলেন, সাধক তার রুচি অনুযায়ী কোন একটি নামকে আশ্রয় করতে পারবেন আর নাম গ্রহণ বিষয়ে কোন কালের বিচার রাখেন নাই সবসময় করতে পারা যাবে আর নামের মধ্যে নিজের সর্বশক্তি দিলেন অর্থাৎ কেউ যদি ভগবানের নামকে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভেদ জ্ঞানে সেবা করে তাহলে সে পূর্ণ ফল পাবে।

নাম চিন্তামনিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

(শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধু-পূর্ববিভাগ ২য় লহরী ১০৮)

এই শ্লোকে নামতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নাম চিন্তামনি সদৃশ অর্থাৎ নামের দ্বারাই ভগবানকে দেখা যায়। 'নময়তি ইতি নাম' মানে যাকে উচ্চারণ করলে নামীকে নামিয়ে আনে। 'নমতি অনেন' যার দ্বারা একে প্রণাম করা যায়। গজরাজ যখন 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে ডাকতে থাকলেন তখন ভগবান নেমে এলেন।

ভগবানের অনেক নামের মধ্যে আবার মুখ্য নাম, গৌণ নাম বিচার আছে। নাম সাধকগণ নিশ্চিতরূপে বিচার করে নাম করবেন। মুখ্য নাম জপ করলে পুর্ণফল পাওয়া যাবে। গৌড়ীয়গণ সর্বশ্রেষ্ঠ নামের উপাসক। মুখ্যনামে রসের পূর্ণতা আছে। সাতটি গৌণরস পাঁচটি মুখ্য রসের মধ্যে অনুসৃত আছে। আবার মুখ্য রসের বাকী চারটি রস মধুর রসের মধ্যে অনুসৃত আছে।

সংকীর্ত্তন মুখ্যতঃ চার প্রকার—নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন। নাম সর্ব আনন্দের বীজ স্বরূপ নাম নামী থেকে অভিন্ন, নাম সংকীর্ত্তনই সর্ব উপাদেয়, নাম সংকীর্ত্তনে সর্ব ভক্তির অঙ্গ সাধিত হবে তাই সর্বফল দান করবে। এই নাম সংকীর্ত্তন মহাপ্রভু প্রবর্তিত।

বেদ সূত্রমূলক গ্রন্থ, তাতে সূত্রাকারে বলা আছে ''রসো বৈ সঃ'' নামকে উল্লেখ করে নাই পরতত্ত্বকে উল্লেখ করেছে। পরতত্ত্ব রসের স্বরূপ। কি করে রসটা হয়? তাঁর নাম, রূপ গুণ লীলা এগুলো যখন কীর্ত্তন আকারে করা যায় তখন তার মধ্যে রসটা আবির্ভূত হয়। আমরা তো শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখি নাই, গুণ শুনি নাই তাহলে কি করে অনুভূত হবে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(ভঃ বঃ সি ১।২।২৩৪)

উন্মুখ হয়ে সেবা করলে মানে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে করলে জিহ্বায় স্ফুরিত হবে।

তিনটে কারনে নাম সাধন সুলভ হলো কিন্তু তার মধ্যে আবার নামাপরাধ এসে বিঘ্ন ঘটাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাভাস বা নামাপরাধ হয়। নামাভাসের ফল মুক্তি পর্য্যন্ত। এছাড়াও সুষ্ঠুরূপে ভোগ বেশী পাবে, প্রতিষ্ঠা দেবে, সংসার ক্লেশ নিবৃত্তি রূপ মুক্তি, পাপমুক্তি এবং সংসার সুখ লাভ হয়। নামাভাস কাকে বলে?—যমরাজ যমদূতগণকে বলছেন—

''সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষঘহরং বিদুঃ ॥''

(ভাঃ ৬।২।১৪)

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করলে অশেষ পাপ নিবৃত্তি হয় সেটা জান। নামের মহিমা না জেনে যে নাম উচ্চারিত হয় তাকে নামাভাস বলে। নামাভাস চারপ্রকারের হয় যথা—সঙ্কেত, কেউ তার পুত্রের নাম রাখল 'গোবিন্দ'। পরিহাস—কেউ যদি পরিহাসছলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে আবার যদি কোন এক বিরাট বিপত্তি এসে গেল তো 'হা কৃষ্ণ!' 'হরি' ইত্যাদি ভগবানের নাম ধরে ডাকল আর যদি অবহেলায় করে তাহলেও নামাভাস হয়।

প্রভুপাদ বলেছেন—''নিজের অশান্তভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ উদ্দেশ্যে ভুক্তি পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধ জ্ঞানে উদাসীন হইয়া নাম গ্রহণ করেন, তখন তাহার নাম সেবনে আভাস মাত্র উদিত হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমূহূর্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।'' নামাভাস হলে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য কপটতা পালাবে। সংসারিক ক্লেশ দূর হবে। পাপ নাশ হবে।

শুদ্ধনাম—দশ অপরাধ মুক্ত হয়ে আদরের সঙ্গে আর্তি ও দৈন্য সহকারে, কৃষ্ণদাস্যে স্থিত হয়ে যে নাম উচ্চারিত হয় তাকে শুদ্ধ নাম বলে। নামাপরাধী—নামের মহিমা জেনে যে নামের চরণে অপরাধ করে সে নামাপরাধী। দশপ্রকার নামাপরাধীর বাহ্য লক্ষণ—

১) নামগ্রহণ কালে নিদ্রা
২) হরি গুরু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আসবে না
৩) হরিনাম কালে আনন্দ পাবে না
৪) ভজনে কোন উন্নতি দেখা যাবে না।

নামাপরাধ হতে মুক্ত হবার উপায় কি—

নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যযম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানি যৎ ॥

আর্তি ও দৈন্য সহকারে, কৃপাভিক্ষা পূর্বক নিরন্তর নাম

গ্রহণ করতে হবে। নিজের অযোগ্যতা ও অপরাধ চিন্তা করে নাম করতে হবে।

''নাম বহিরায় বটে নাম কভু নয়।
কভু নামাভাস নামাপরাধ হয় ॥''

নাম সাধন সুলভ বটে কিন্তু আমাকে শুদ্ধ নাম করার চেষ্টা করতে হবে। নাম অধিক করুণা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন এটা যদি অনুভব না করতে পারি তাহলে নামে আদর আসবে না। কলিযুগে যে নামকে আশ্রয় করবে সে অধিক উপকৃত হবে। সে সাধনের বিরাট ফল।

নাম কি তত্ত্ব?—নাম পূর্ণ তত্ত্ব, ভগবদ্ অভিন্ন তত্ত্ব, নিত্যমুক্ততত্ত্ব, চিন্ময় তত্ত্ব, নাম নামী অভিন্ন, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ। নাম প্রভুর সেবা কলিহত জীবের জন্য অধিক প্রশস্ত।

জীব গোস্বামীপাদ বললেন—

''ন কেবল বর্ণমাত্রস্য অবতার অবতারান্তরবৎ''

বদ্ধজীবকে কৃপা করবার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং গোলক থেকে নামরূপে অবতীর্ণ হলেন।

''ন তু পরমেশ্বরের তৎ যোগ্যতা সম্ভবা।''

পরমেশ্বর শুধু দুটো বর্ণের মধ্যে যোগ্যতা বা শক্তি দিয়েছে তাই নয়, কৃষ্ণ যে গোলকে আছেন তিনি মহাজন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে মূর্তিরূপে আছেন তিনিই বর্ণরূপে সমস্ত শক্তি নিয়ে নামরূপে আমাদের কাছে এসেছেন। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বলছেন 'স্তুতিরূপৈব ইতি মন্তব্যম্' এই বর্ণকে স্তুতি করতে হবে, এই বর্ণের মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে। শুধু এটুকু ভাবলে চলবে না। 'অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরেশ্যৈব বর্ণ রূপেন অবতরণং অয়ং—কৃষ্ণ 'বর্ণ-রূপে' এই সংসারে অবতীর্ণ হলেন, কৃষ্ণ বর্ণ নামরূপে তাঁর একটা অবতার। পরমেশ্বর কৃষ্ণের বর্ণরূপে অবতার, এইভাবে জানতে হবে। **শ্রীল আচার্য্যপাদ বললেন—ভগবানের চার প্রকার লীলা আছে যথা—সৃষ্টি লীলা, চিন্ময় লীলা, অবতার লীলা ও কৃপালীলা।**

যখন সৃষ্টির মধ্যে জীব অনন্ত ক্লেশ যুক্ত হয়ে জন্ম মরণ মালায় পুনঃপুনঃ ঘুরপাক খাচ্ছে তখন তাকে কৃপা করবার জন্য সাধুরূপে, গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে, বিগ্রহরূপে, নামরূপে ভগবান অবতীর্ণ হন। এগুলো সব কৃপালীলার সামগ্রী।

মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে নাম সংকীর্ত্তন সেবার বিধি বা যোগ্যতা দিগদর্শনে দিলেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

সেটাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্য ভাষায় বললেন—

''দৈন্য, দয়া, অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥''

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান আর প্রতিষ্ঠা বর্জন অথবা তৃণাদপি সুনীচ, সহিষ্ণুতা, অমানিনা আর মানদ এই চারটি গুণ ছেড়ে যদি কীর্ত্তন করি তাহলে সেটা কীর্ত্তন হবে না। তাতে আত্মাও শান্ত হবে না আর ভগবানের সুখ হবে না।

দৈন্য—নিজের অযোগ্যতার অনুভব। তৃণের দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হয়েছে? তৃণ যেমন নিজেকে ছোট মনে করে থাকে, তার থেকেও অধিক দীনতা দরকার। তৃণের উপর পা চালিয়ে গেলে তৃণটা নীচু হয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার মাথাটা উঠে পড়ে কিন্তু সাধকের মাথা কখনো উঠবে না। যখন নিরাপরাধে হরিনাম হবে তখন বিষয় বৈরাগ্য আসবে এবং দৈন্যের আবির্ভাব হবে। এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষা। তার আগে যে দৈন্য দেখানো হয় সেটা লৌকিক দৈন্য। আর স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনীবৃত্তির দ্বারা যখন অনুগৃহীত হবে তখন সিদ্ধ দশা আসবে তখন যে দৈন্য সে দৈন্যটা ঘনীভূত দৈন্য, সেই দৈন্য ভগবানকে আকর্ষণ করতে পারবে। তখন সে ভক্তপদ লাভ করতে পারে। নিজের অযোগ্যতার অনুভব হেতু বিষয় বৈরাগ্য থেকে যে দৈন্যের উদ্ভব হয় সেটা তাত্ত্বিক দৈন্য। গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাঁর সুখবিধানের চেষ্টায় থাকলে দৈন্য আসবে।

'তৃণাদপি সুনীচ' বৈষ্ণবের গুণ এর বাস্তব স্বরূপ কি? মহাপ্রভু ভক্তি বিরোধী যে ভাব তার প্রতি ক্রোধ করলেন সেটা প্রকৃত তৃণাদপি শ্লোকের আদর্শ। গুরুবৈষ্ণবের কাছে তৃণাদপি সুনীচ হব, গুরু বৈষ্ণবের প্রতি যে বিদ্বেষ করবে তার প্রতি তৃণাদপি সুনীচ হলে গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা আমাকে সহ্য করতে হবে, সেটা ভক্তির বাধক।

যখন গুরু বৈষ্ণবের মর্যাদা, ভগবানের মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে কোন আপস নয়। শ্রীমহাপ্রভু বললেন—

''জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥''

(চৈঃ চঃ অ।৪।১৬৬)

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—'ভক্তির বিরোধী জনে ক্রোধ দেখাইবে।' সে ক্রোধটা তৃণাদপি গুণের ব্যাঘাত করবে না।

দয়া—মহাপ্রভুর কথায় সহিষ্ণুতা আর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের ভাষায় দয়া। বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হতে হবে। যখন সাধকের উপর অত্যাচার আসবে এই মনে করে সহ্য করবে যে আমি কত জন্মের অপরাধী, তাই আমার উপর যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা আসছে সেটা ভগবানের কৃপা। সেটা সহিষ্ণুতা।

''বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাএগা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥''

যে প্রকৃত দয়া করতে পারে যে প্রকৃত সহিষ্ণু, তাই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়া কথাটা বললেন।

অমানী—কোন প্রকার দেহাভিমান, জড়াভিমান, বৈষ্ণব অভিমান থাকবে না। মনে করতে হবে আমি বৈষ্ণব দাস, তবে অমানী হবে। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর একে প্রতিষ্ঠা বর্জন বলেছেন। প্রতিষ্ঠা হলো স্বপচ রমনী, যতক্ষণ হৃদয় থেকে বের না হবে ততোক্ষণ শুদ্ধভক্তি হবে না। প্রতিষ্ঠাশা দীনতার প্রতিবন্ধক।

মানদ—সকল জীবের মধ্যে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান আছে জেনে সকলকে অধিকার ভেদে সম্মান করতে হবে।

''কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব জীবে জানি সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা ॥''

(ভঃ বিঃ গীঃ)

এই চারটে গুণ বৈষ্ণব Philosophy-র মূলকথা। এই চারটে গুণ না থাকলে বৈষ্ণব হতে পারা যাবে না আর কৃষ্ণ কীর্ত্তনও হবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বললেন ভক্তি তিন প্রকার যথা—১) গুণীভূতা ২) প্রধানী ৩) কেবলা ভক্তি আর শ্রীলজীবগোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে লিখেছেন—১) আরোপসিদ্ধা ২) সঙ্ঘসিদ্ধা আর ৩) স্বরূপসিদ্ধা।

সত্ত্ব, রজ, তম গুণ দ্বারা চালিত হয়ে ভগবানকে কিছু অর্পন করা হলে সেটা গুনীভূতা বা কর্মাপন বা আরোপ সিদ্ধা। এটা ভক্তি নয় তবে ভক্তির আকার মাত্র যদি আমার স্বরূপগত জ্ঞান কিছু না থাকে যে 'আমি কৃষ্ণ দাস' তাহলে যা কিছু করব সব কর্মার্পন বা আরোপ সিদ্ধা ভক্তি হবে। আবার যখন ভক্তি করতে করতে জ্ঞান যোগ এসবের tendency এসে যাবে সেটা সঙ্ঘসিদ্ধা ভক্তি হবে। একে প্রধানী ভক্তি বলে কারণ ভক্তির প্রাধান্য আছে কিন্তু কর্ম, জ্ঞান মিশ্রা হচ্ছে। সঙ্ঘসিদ্ধা মানে ভক্তির সঙ্গে থেকে কর্ম ও জ্ঞানটা রতির মতো দেখা গেল। যখন সাধক স্বরূপে জাগৃত হয়ে, সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে মহাপ্রভুর পথে চলবে, তাঁর প্রবর্তিত নাম কীর্ত্তন করবে, মহাজনগণের অনুগত হয়ে ভগবানকে সুখ দেবার চেষ্টা করবে তাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। অহৈতুকী ভক্তি করলে হৃদয়ে ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, কর্ম, কাম এর বাসনা থাকবে না।

তাই মহাপ্রভু বললেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনিশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী ।''

অহৈতুকী ভক্তির মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছাও থাকবে না।

''তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥''

(চৈঃ চঃ আ ১।৯২)

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা অহৈতুকী ভক্তি যার অপর নাম স্বরূপসিদ্ধা, নির্গুনা, উত্তমা, অকিঞ্চনা ভক্তি।

''আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥''

(ভাঃ ১।৭।৭০)

অহৈতুকীং ভক্তিমণ্—যে ভক্তির মধ্যে কোন হেতু থাকবে না। ''আমার আর জন্ম হবে না, আমার পাপ ভোগ করতে হবে না, আমার পাপটাকে স্খালন কর প্রভু!, আমাকে দৈহিক ও সাংসারিক সুখ দাও মোক্ষ দাও'' এসবই হচ্ছে সকাম, কেবল ভক্তির বাধক। ''শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম, সেও এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম।'' চৈতন্য চরিতামৃতে বললেন—শুদ্ধভক্তির বাধক যত কর্ম, জ্ঞান সাধন করব, সেসব জীবের এক অজ্ঞান তমো ধর্ম। জীব অজ্ঞানতাবশতঃ সে ধর্ম করছে। ভগবানের ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশ্যে নিজেকে অর্পন করলে সেটা অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীমহাপ্রভু শিক্ষা এই যে, অহৈতুকী ভক্তি না করলে জীবনে শ্রেষ্ঠলাভ পাওয়া যাবে না, আত্মপ্রসন্নতা হবে না। একে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিগ্‌দর্শন দিলেন—আদৌ শ্রদ্দধানানাং শ্রীগুরুমুখাং হরিনামশ্রবণং, ততো নিরাপরাধেন তন্নামকীর্ত্তনং। শ্রদ্ধা পূর্বে দরকার তারপর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গের ফলে গুরুপদাশ্রয়, গুরুপদাশ্রয় করে যখন সাধক সেবা করবে, হরিনাম শ্রবণ করবে তখন ধীরে ধীরে নামের মাহাত্ম্য জেনে নিরপরাধে নাম সংকীর্ত্তন করবে।

''ততঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণচতুষ্টয়রূপমনুভাবঃ—এইরূপে নাম সংকীর্ত্তন করলে দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন এই চারপ্রকার লক্ষণ অনুভবের মধ্যে আসবে বা সেই যোগ্যতা লাভ করবে। *(ক্রমশঃ)*

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে, (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের হত্যা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে ক্রন্দনরতঃ শুনঃশেফের কাছে গিয়ে তাকে বরুণমন্ত্র শুনিয়ে তা অহির্নিশি স্মরণ করতে উপদেশ দিলেন। বিশ্বামিত্রের উপদেশে শুনঃশেফ ঐ মন্ত্র জপ করতে থাকলে আশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রশক্তিফলে সেখানে বরুণদেবের আবির্ভাব ঘটল। হঠাৎ বরুণদেবকে দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সকলেই বরুণদেবকে প্রণাম ও স্তুতি করলেন। জলোদরী রোগাক্রান্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের চরণদ্বয়ে প্রণাম করে বললেন—'হে কৃপাসিন্ধো! আমি মন্দমতি বলে আপনার চরণে অপরাধ করেছি। তবুও আপনি অদোষদরশী তাই আমাকে দর্শনদানে পবিত্র করলেন। আমি পুত্রমুখ দেখবো বলে আপনাকে অবহেলা করেছি। কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার পুত্র ভয় পেয়ে বঞ্চনা করে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সে কোথায় গেছে আমি জানি না। সেজন্য আপনার যজ্ঞের জন্য এক ব্রাহ্মন বালককে কিনে নিয়ে এসেছি। আপনার দর্শনলাভে আমার দুঃখ দূর হয়েছে। আপনি প্রসন্ন হলে আমার জলোদরজনিত ব্যাধি থেকে যে দুঃখ, তা থেকে আমি মুক্তি পাবো।' রাজার দৈন্যার্ত্তিসূচক কথা শুনে বরুণদেব প্রসন্ন হলেন। শুনঃশেফ কাতরভাবে স্তব করায় তাকে মুক্ত করা উচিত,—বরুণদেব রাজাকে এই উপদেশ দিলেন এবং বললেন, এইকাজ করলে তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ হবে ও তিনি রোগমুক্তও হতে পারবেন। বরুণদেবের আশীর্ব্বাদে রাজা হরিশচন্দ্রের রোগমুক্তি এবং শুনঃশেফ বন্ধন মুক্ত হল। যজ্ঞমণ্ডপে সকলে জয়ধ্বনি দিলেন। মহারাজ যথাবিহিত-ভাবে যজ্ঞ শেষ করলেন।

রাজা শ্রীহরিশ্চন্দ্রের চরিত্র 'দেবীভাগবতে' বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীহরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে। [কারও কারও মতে 'দেবীভাগবত' শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি-রচিত, কিন্তু তা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নয়।] দেবীভাগবতের বর্ণন থেকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ণনে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও ভার্গব শুনঃশেফ যজ্ঞীয় পশুরূপে বধার্থ নীত হয়েও ব্রহ্মাদি দেবারাধনাফলে তাঁদের কৃপায় পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যে 'দেবরাত' নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ে প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—''রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের উপদেশানুসারে বরুণদেবের পূজা করেছিলেন। বরুণদেবের উদ্দেশ্যে পুত্রকে যজ্ঞ করবেন, এই শর্তে বরুণদেব 'পুত্র' বর দিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। বরুণদেব এসে প্রথমবার পুত্রকে যজ্ঞ করবার জন্য বললেন রাজা হরিশ্চন্দ্র দশদিন বাদে, দ্বিতীয়বার আসলে শিশুর দন্তোদ্গম হলে, তৃতীয়বার দন্ত পতিত হলে, চতুর্থবার আবার দন্তোদ্গম হলে, পঞ্চমবার ক্ষত্রিয় পশু কবচ বন্ধন করে যুদ্ধ করতে সমর্থ হলে যজ্ঞার্হ হয়ে থাকে, এইরকম বলেছিলেন। রোহিত তাঁকে পশুর মত বধ করে যজ্ঞ সম্পাদন করা হবে বুঝতে পেরে প্রাণরক্ষার জন্য ধনুর্বাণ নিয়ে বনে গেলেন। পিতা বৃহদোদর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন জানতে পেরে রোহিত প্রত্যাগমন করতে ইচ্ছা করলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করলেন। ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে এসে রোহিতকে পিতার কাছে যেতে আবার নিষেধ করলেন। রোহিত আবার এক বৎসর বনে বাস করে রাজধানীতে ফিরে অজীগর্ত্তের কাছে তাঁর মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে বরুণদেবের যজ্ঞে যজ্ঞ-পশুরূপে বধের জন্য পিতাকে প্রদান করলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণদেবের প্রসন্নতা বিধান করে বৃহদোদর থেকে মুক্ত হলেন। এই যজ্ঞের হোতা বিশ্বামিত্র, অধ্বর্য্যু জমদগ্নি, ব্রহ্মা—বশিষ্ঠ এবং উদ্‌গাতা অসাস্য হয়েছিলেন। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণ রথ প্রদান করলেন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত বিবরণ এইরকম—'শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত পুত্রকে হরিশ্চন্দ্রের কাছে যজ্ঞের জন্য বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফ যজ্ঞে নরপশুরূপে গণ্য হলে ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তব করে পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শুনঃশেফ ভৃগু বংশ জাত হলেও যজ্ঞে দেবতাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়ে গাধি বংশে 'দেবরাত' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্তপুত্র

দেবরাত বা শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তাঁর অন্যপুত্রগণকে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে স্বীকার করে নিতে বললেন।'

যজ্ঞ শেষ হলে শুনঃশেফ করজোরে সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেদশাস্ত্রানুসারে তাঁরা বিচার করে বলুন তার পিতা কে? সভ্যগণ পরস্পর আলোচনা করে বললেন, শুনঃশেফ অজীগর্ত্তের অঙ্গজাত, সুতরাং তাঁর পুত্র হবেন। মুনিবর বামদেব তাতে আপত্তি করে বললেন, যখন অজীগর্ত্ত দ্রব্যলোভে পুত্রকে বিক্রয় করেছেন, তখন যিনি তাঁকে ক্রয় করেছেন অর্থাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্রই পিতা হবেন; অথবা এইরকমও বিচার করা যেতে পারে—বরুণদেব যখন একে পাশমুক্ত করেছেন, তিনিই পিতা হবেন, ধর্মশাস্ত্রে অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা ও ধনদাতা এই পাঁচজনকেই পিতৃস্থানীয় বলেছেন। তাহলে শুনঃশেফের পিতা কে?—এই নিয়ে সভ্যগণের মধ্যে ভীষণ বাদানুবাদ হতে লাগল। এই বিবদমান কোলাহল শুনে সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনিতক সভ্যগণকে সম্বোধন করে বললেন—'আপনারা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। এখানে পিতাপুত্র সম্বন্ধ আর নেই, রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্রীত পুত্রকে বলি দেবার জন্য যখন যুপকাষ্ঠে বন্ধন করেছেন, তখন তাঁর সাথেও পুত্রসম্বন্ধ লোপ পেয়েছে। আবার শুনঃশেফ কাতরভাবে বরুণদেবের বহু স্তব করায় তিনি তাকে মুক্ত করেছেন, এইজন্য বরুণদেবও পিতা হতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে কারো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই। যিনি নিঃস্বার্থভাবে মহাসঙ্কটসময়ে মহাবীর্য্যশালী বরুণদেবের মন্ত্র প্রদান করে শুনঃশেফকে রক্ষা করেছেন, সেই কৌশিক মুনি বিশ্বমিত্রই যথার্থ পিতা।' বশিষ্ঠের এই কথা শুনে সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করলেন। বিশ্বামিত্র সাতিশয় স্নেহযুক্তভাবে শুনঃশেফকে আহ্বান করে তাঁর হস্ত ধারণ করলে, শুনঃশেফ তাঁর সাথে মহানন্দে গমন করলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়ে পরমানন্দে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে লাগলেন।

রাজপুত্র রোহিত পিতার কাছে বরুণদেবের আগমনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পরমাহ্লাদিত হয়ে ঘরে ফেরার জন্য দুর্গম বন থেকে বেরিয়ে আসলেন। দূতগণের কাছে পুত্রের বন থেকে আগমনবার্ত্তা শুনে মহারাজ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়ে পুত্রকে দর্শনের জন্য ছুটে গেলেন। রোহিত পিতাকে ব্যাকুলভাবে আসতে দেখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পদপ্রান্তে পতিত হলেন। পূর্ব বিরহজন্য রোহিতের চোখ থেকে ক্রমাগত জল বের হতে লাগল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ পুত্রকে উঠিয়ে সানন্দে আলিঙ্গন করে মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করতে লাগলেন এবং অসীম স্নেহে কোলে নিয়ে উত্তপ্ত চোখের জলে অভিষিক্ত করে ফেললেন।

প্রিয়তম পুত্রের সাথে আনন্দে কিছুদিন রাজত্ব করার পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হল। তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে যজ্ঞের প্রধান হিসেবে গ্রহণ করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মহারাজ বিপুল ধনাদি দানের দ্বারা গুরুদেব বশিষ্ঠের অর্চ্চনা করলেন। বশিষ্ঠ ঐ ধনসম্পদ নিয়ে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র যথাসময়ে সেখানে পৌঁছালে বশিষ্ঠের সাথে তাঁর মিলন হল। বশিষ্ঠকে সম্যগ্‌ভাবে ইন্দ্রালয়ে পূজিত হতে দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে বিশ্বামিত্র এই মহতী পূজা পাওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বশিষ্ঠ বললেন, মহাসত্যবাদী, মহাদাতা, ধর্মশীল, প্রজারঞ্জক নৃপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হয়ে এইরকম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় রাজা কখনও হয় নি, হবেও না; তিনি যেমন সত্যবাদী ও দাতা, তেমনই শূর ও পরম ধার্মিক। বশিষ্ঠের কাছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরকম কথা শুনে বিশ্বামিত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত রক্তচক্ষু করে বললেন যে, 'হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরুণদেবকে বঞ্চনা করেছেন, আর আপনি সেই কপট মিথ্যাবাদী রাজার প্রশংসা করছেন? আমি যদি মহাখল রাজাকে অচিরেই অদাতা, মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে না পারি, তা হলে আমার নাম বিশ্বামিত্র নয়। আমার আজন্ম সঞ্চিত পুণ্যের ফল বিনষ্ট হবে। আর যদি অন্যথা হয়, আপনার সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যের বিলুপ্তি ঘটবে। এইরকম কথোপকথনের পর মুনিদ্বয় স্বর্গ থেকে নিজের নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি বনের মধ্যে ক্রন্দনরত অল্প বয়স্কা সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন। রাজা দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তাঁর পরিচয় কি? কেন ঘোরাঘুরি করছেন? কি তাঁর দুঃখ?—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্য শুনে সেই সুন্দরী রমণী তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—তিনি সর্বজনপ্রার্থনীয়া সিদ্ধি-স্বরূপিণী কামিনী। মহামুনি বিশ্বামিত্র বনের মধ্যে ঘোরতর

তপস্যা করে তাঁকে নিদারুন কষ্ট দিয়েছেন। সেই বিশালাক্ষীর ক্লেশের কথা শুনে রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং বিশ্বামিত্র যেখানে তপস্যা করছিলেন, সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে নিদারুণ লোক-পীড়াকর তপস্যা থেকে ক্ষান্ত হবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে বিশ্বামিত্র মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। হরিশ্চন্দ্র চলে গেলে বিশ্বামিত্র তাঁর শাস্তিবিধানের জন্য শূকরমূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি দানবকে পাঠালেন। সেই বিরাটকায় শূকর ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে ত্রাসের সঞ্চার করে হরিশ্চন্দ্রের বাগানে প্রবেশ করে সমস্ত গাছপালা উপড়ে ফেলতে লাগলেন। *(ক্রমশঃ)*

গোদ্রুম মঠে শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ও প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা

স্থান-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোড়ীয় মঠ, গোদ্রুমধাম, নদীয়া

তাং—৬-১০-২০১৬ হইতে ১১-১০-২০১৬

বক্তা—ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক-ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ. গোদ্রুমধাম

১) গ্রন্থকারের পরিচয়—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ নদীয়া জেলার দেবগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মুর্শিদাবাদে কিছুদিন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করে বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী-লেখেন এবং সেই ছলে কয়েকটি ছোট গ্রন্থ যেমন—'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বিন্দু', 'ভাগবতামৃত কণা', রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা' 'মাধুর্য্য কাদম্বনী' গ্রন্থ আদি রচনা করেন।

২) মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থের পরিচয় বা রচনার উদ্দেশ্য—

যারা নির্গুণা ভক্তি যাজন করবেন, সেই সাধনে কিভাবে ভক্তি লাভ হবে, নির্গুণা ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি এবং কিভাবে সাধক ক্রম অনুসারে প্রীতি বা প্রেমলাভের দিকে এগোতে পারে তারই কিছু দিগদর্শন সূক্ষ্ম বিচার সাধকের অধিকার ইত্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। মাধুর্য্য অর্থাৎ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার যে আনন্দ তাকে মাধুর্য্য বলা হয়। 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ 'মেঘশ্রেনী'। মাধুর্য্যের মেঘ এই গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যার দ্বারা প্রেমরসে সিক্ত হয়ে সাধক নিজের জীবনকে মাধুর্য্য মন্ডিত করতে পারে।

ক) ভক্তের হৃদয় রূপ ক্ষেত্রে নববিধা ভক্তির বীজ রোপিত হলে তাতে যে রসের দরকার এই গ্রন্থ সেখানে কিছু রস সিঞ্চন করবে।

খ) কামনা বাসনার দ্বারা যে দহন সংসারের জীব অনুভব

গোদ্রুম মঠে মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থের আলোচনাররত শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ

করে অর্থাৎ 'ভবমহাদাবাগ্নি', তাকে দমন করবে এই মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থ।

গ) প্রেমরস প্রবাহিত হয়ে নবধা ভক্তির উল্লাস বর্দ্ধন করবে।

ঘ) ভক্তের অনর্থগ্রস্ত হৃদয়রূপ মরুদ্যানে যে বৃক্ষ তাকে রসের যোগান দেবে এবং অনর্থকে নষ্ট করবে এই গ্রন্থ।

তাই শ্রীল চক্রবর্তীপাদ বলেছেন শ্রীচৈতন্যের নিরঙ্কুশ

কৃপা স্বরূপ এই মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থ।

৩) ভক্তির আবির্ভাব কিভাবে হয়?

পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা লাভ করে যখন তার শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয় তখন সে দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করে। তারপর শ্রীগুরুপদাশ্রয় আদি করে ভজনক্রিয়া শুরু করে। এই ভজনক্রিয়া সাধন ভক্তির অঙ্গ। সাধন ভক্তিতে 'পরিপাটি' যে সাধকের মধ্যে দেখা যায় সে সকল সাধক শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় সাধন ভক্তি সুষ্ঠুভাবে যাজন করতে করতে অপ্রাকৃত যে নির্গুণা ভক্তি তা লাভ করে। এই সাধন ভক্তির দ্বারাই সে রুচিমূলা ভক্তি বা ভাবভক্তি বা অকিঞ্চনা অথবা অহৈতুকী ভক্তি লাভ করে। সাধক যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভজন ক্রিয়ারূপ সেবাগুলো করতে থাকে তখন আনুকূল্যময়ী সেবার মাধ্যমে ভক্তিদেবী নন্দিত হয়ে সেই সাধকের ইন্দ্রিয়কে চিন্ময়ত্ব দান করে এবং সেই চিন্ময় ইন্দ্রিয় বৃত্তির মাধ্যমে সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। এইভাবে ভক্তি আবির্ভূত হন।

৪) ভক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি

ক) সর্বব্যাপকত্ব—ভক্তিদেবী সর্বত্রই স্থিতিলাভ করেন বা সর্ব জীব হৃদয়ে অবস্থান করেন।

খ) সর্ববশীকারিত্ব—শুধু ভগবানকে বশীভূত করেন তাই নয়। সর্বজগত তার কাছে বশীভূত হয়ে যায়।

গ) সর্বসংজীবকত্ব—যার মধ্যে ভক্তি আবির্ভূত হয় সে সকলকে সঞ্জীবিত করে দেয়।

ঘ) সর্বোৎকর্ষ—ভক্তি পরম উৎকর্ষতা প্রদান করে।

ঙ) স্বপ্রকাশকত্ব—ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন।

চ) পরম স্বতন্ত্র—'সাধন সহস্রৈন লভ্যতে', হাজার সাধন করলেও ভক্তি লাভ করা যায় না। এমন ভক্তির গুণ। ভক্তি দেবীর ইচ্ছা হলে অথবা ভগবানের বা তাঁর ভক্তের ইচ্ছায় তিনি আসেন।

৫) ভক্তি কত প্রকার ও কি কি?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের মতে ভক্তি দু প্রকার

ক) মিশ্রা ভক্তি—জ্ঞান ও কর্ম মিশ্রিত যে ভক্তি।

খ) শুদ্ধা ভক্তি—জ্ঞান ও কর্মাদি দ্বারা অমিশ্রিতা ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি বা কেবলা বা অহৈতুকী ভক্তি বলা হয়।

শুদ্ধা ভক্তি তিন প্রকার—ক) সাধন ভক্তি। খ) ভাব ভক্তি গ) প্রেম ভক্তি।

৬) সাধনকালে সাধকের লক্ষণ কি?

সাধকের দুটি লক্ষণ—

ক) লোভ প্রবর্ত্তকত্ব লক্ষণ—সাধকের হৃদয়ে যখন ভগবদ্ ভজনে স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হয় বা কোন ব্রজের রাগানুগা ভক্তের সেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবদ্ ভজন করেন তখন তাকে লোভ প্রবর্ত্তকত্ব লক্ষণ বা রাগভক্তি বলে।

খ) শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক-লক্ষণ—শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা চালিত হয়ে যখন ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হন তখন তাকে শাস্ত্র প্রবর্ত্তক লক্ষণ বা বৈধী ভক্তি বলে।

সাধন ভক্তির গুণ (দুটি পত্র)

- **ক্লেশঘ্নী (সকল জাগতির ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়)**
- **শুভদা (মঙ্গল আনয়ন করে)**

ক্লেশ

অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ

অবিদ্যা—স্বরূপবিস্মৃতি অর্থাৎ জীব যে 'নিত্য কৃষ্ণদাস এটা সে ভুলে গেছে।

অস্মিতা—এই প্রাকৃত স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি ও শরীর সম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতাবুদ্ধি।

রাগ—ভগবদ্ ইতর বস্তুতে তীব্র আসক্তি।

দ্বেষ—ভোগের প্রতিকূল বিষয়ে হিংসাবুদ্ধি।

অভিনিবেশ—ভক্তি প্রতিকূল বিষয়ে গাঢ় আবিষ্টতা ও তার ত্যাগে অসহিষ্ণুতা।

৮) সাধন ভক্তির ক্রম উল্লেখ করুন?

উঃ- যথা শ্রদ্ধা [স্বাভাবিক ও বলোৎপাদিকা] সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া [অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা], অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলেছেন।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাব ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

এই ক্রম বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে বললেন—

শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস।

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়'॥

একটা লৌকিক শ্রদ্ধা যার দ্বারা সাধুসঙ্গ হয় আর একটা দৃঢ় শ্রদ্ধা যার দ্বারা সাধুসঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের মতে শ্রদ্ধা দু প্রকার—স্বাভাবিক আর বলোৎপাদিকা।

স্বাভাবিকী—সাধুসঙ্গে শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা ভগবদ্ ভজনে স্বাভাবিক উৎপন্ন হয়।

বলোৎপাদিকা—বারংবার শাস্ত্র শাসনের দ্বারা যার ভজনে শ্রদ্ধা উদিত হয় তাকে বলোৎপাদিকা বলে।

ভজনক্রিয়া—দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভের পর ভজনক্রিয়া শুরু হয়, তারই মধ্যে গুরুপদাশ্রয় রয়েছে। গুরুপদাশ্রয়ের মাধ্যমে ভজনরীতি শিক্ষা। সেই শিক্ষা করে যখন সাধক ভজনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেটা ভজনক্রিয়া। সেই ভজনক্রিয়া দু'প্রকার অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া আর নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ছয় প্রকার—

ক) উৎসাহময়ী—প্রথম ভজনে প্রবৃত্ত হলে ভজন বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়।

খ) ঘনতরলা—সেই উৎসাহ কখনো গাঢ় হয়ে আবার কখনো সেই উৎসাহের ক্ষীণতা লক্ষিত হয়।

গ) ব্যূঢ়বিকল্পা—ভজন কালে নানারূপ সংশয় এসে উপস্থিত হয়। কখনো কোন বিষয়ে সংকল্প করে আবার তা অন্য যুক্তি দেখিয়ে ত্যাগ করে। সংকল্প ও বিকল্প পাশাপাশি চলতে থাকে।

ঘ) বিষয়সঙ্গরা—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কালে বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত থাকে বলে ভজনে আসক্তি শিথিল হয়।

ঙ) নিয়মাক্ষমা—ভজন কালে নিয়ম করেও নিয়ম রক্ষার্থে অসমর্থ।

চ) তরঙ্গরঙ্গিণী—সাধকের হৃদয়ে লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা আদি তরঙ্গের ন্যায় রঙ্গ করতে থাকে। ভক্তিকল্পলতার উপশাখা স্বরূপ, মূল শাখা বৃদ্ধিতে বাধক হয়।

ভজনক্রিয়া কালে সাধকের শৈথিল্যবশতঃ উক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যখন শিথিলতা নষ্ট হয়ে দৃঢ়তা আসে তখন নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া শুরু হয়।

অনর্থনিবৃত্তি—নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার ফল অনর্থ—নিবৃত্তি। এই অনর্থ চার প্রকার—

ক) দৃষ্কতোত্থ (খ) সুকৃতোত্থ (গ) অপরাধোত্থ (ঘ) ভক্ত্যুত্থ।

i) দুষ্কৃতোত্থ—বিভিন্ন জন্মে এমন সব দুষ্কর্ম হয় যে তার জন্য স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে অনাদি অবিদ্যাপ্রস্ত কৃষ্ণবর্হির্মুখ জীবের দুর্বাসনার ফলে দেহে আমি আমার অভিমান থেকে যে অনর্থ জাত হয়। এগুলো দুষ্কর্ম। এই দুষ্কর্ম থেকে জাত বলে এই অনর্থকে দুষ্কৃতোত্থ বা স্বরূপবিস্মৃতি বলে।

ii) সুকৃতোত্থ—পূণ্য অর্জন করার ফল—ভালো ভোগ পাওয়া। এর থেকে যে অনর্থ জন্ম নিল তাকে সুকৃতোত্থ বা অসৎ তৃষ্ণা বলে।

iii) অপরাধোত্থ—অপরাধ থেকে জাত অনর্থ। অপরাধ আবার চার প্রকার—

ক) নাম অপরাধ খ) ধাম অপরাধ গ) সেবা অপরাধ ঘ) বৈষ্ণব অপরাধ।

iv) ভক্ত্যুত্থ—ভক্তি করতে করতে যদি লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয় তাহলে সাধকের হৃদয়কে দুর্বল করে দেয়। একে বলে ভক্ত্যুত্থ বা হৃদয় দৌর্বল্য।

এই চারটি অনর্থের মধ্যে সাধকের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে অপরাধ। আবার তার মধ্যে দশবিধ নামাপরাধ থাকলে সেই অপরাধ যদি ভয়ংকর আকার ধারন করে তাহলে চিত্তের কঠিন্য এনে দেয়। এতে সাধককে নিম্নগামী হতে হয়। তাই সাধনকালে সাধককে অপরাধ থেকে বেশী সতর্ক থাকতে হয়। কোন প্রকার অপরাধ বিশেষ করে 'সাধুনিন্দা' বা বৈষ্ণব অপরাধ যেন সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ না করে থাকে। আবার অপরাধ যদি সাধকের কম থাকে তো আবার ভক্ত্যুত্থ অনর্থ হৃদয়কে দুর্বল করে দিতে পারে।

৯) অনর্থ নিবৃত্তি কত প্রকার?

পাঁচ প্রকার—ক) একদেশবর্ত্তিনী—চার প্রকার অনর্থের একটি নিবৃত্তি হলে তাকে বলে একদেশবর্ত্তিনী।

খ) বহুদেশবর্ত্তিনী—ভজন ক্রিয়ায় নিষ্ঠা জাত হলে তাকে বলে বহুদেশবর্ত্তিনী।

গ) প্রায়িকী—রতির আবির্ভাব হলে প্রায়িকী।

ঘ) পূর্ণা—সাধক যখন প্রেমের ভূমিকায় পৌঁছে যায় তখন তার আর কোন অনর্থ থাকে না, তাকে বলে পূর্ণা।

ঙ) আত্যন্তিকী—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ হলে তাকে বলে আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি।

১০) অনর্থ গ্রস্থ সাধকের কয়টি ও কি কি লক্ষণ?

পাঁচটি লক্ষণ যথা—

ক) লয়—শ্রবণ ও সংকীর্ত্তন কালে নিদ্রা।

খ) বিক্ষেপ—চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাব অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির সময় বিষয়ের আলোচনা।

গ) অপ্রতিপত্তি—শ্রবণ কীর্ত্তনের সময় অসামর্থ্য বোধ বা আলস্যতা।

ঘ) কষায়—ভজন কালে ক্রোধ-লোভ-গর্বাদির সুক্ষ্ম বাসনাকে কষায় বলে।

ঙ) রসাস্বাদ—হরিনাম বা সেবাকালে বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) সুখাদির অভিনিবেশ।

১১) অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি?

ক) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বললেন—

সাধকের দৃঢ়তা দরকার অর্থাৎ অনর্থকে সরাবার জন্য ভজনে দৃঢ় হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা।

খ) আর শ্রীনারায়ণ ভক্তিসুধাকর প্রভু বলতেন, সাধকের অনর্থ নিবৃত্তির দিকে চিন্তা না করে অর্থ প্রবৃত্তির দিকে চিন্তা করা দরকার।

১২)অপরাধীর লক্ষণ কি?

ক) নামে রুচি থাকবে না

খ) ইষ্টের সুখচিন্তা থাকবে না

গ) আত্মধিকারজনিত অশ্রু দেখা যাবে না।

১৩) নামাপরাধ হতে মুক্ত হইবার উপায় কি?

নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।

অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ॥

নিরন্তর কেউ যদি আর্তিসহকারে আদরের সঙ্গে নাম গ্রহণ করে তাহলে সেই 'নাম'ই তার পাপ বা অপরাধকে হরণ করবে।

নিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া—যে সাধকের মধ্যে অনর্থের উক্ত লক্ষণগুলোর অভাব থাকবে সে নিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া যাজন করছেন। উক্ত পাঁচটি লক্ষণ যে ভক্তে যত কম দেখা যাবে, সে ততো নিষ্ঠাবান ভক্ত।

নিষ্ঠাশব্দেতে নৈশ্চল্য ভাব বা ভজনে একগ্রতা। বিক্ষেপ শূন্য হয়ে সতত ভজনের প্রতি একাগ্রতার নাম নিষ্ঠা। নিষ্ঠাকে আবার দুইভাগে ভাগ করেছেন—

ক) সাক্ষাৎ ভক্তি বিষয়িনী—কোন কোন সাধকের বিগ্রহ সেবা, কীর্ত্তনে রুচি অধিক হয় একে সাক্ষাদ্ ভক্তি বিষয়িনী বলে।

খ) তদ্অনুকূলবস্তু বিষয়িনী—ভক্তি অনুকূল বস্তু যেমন ধাম, অমানিত্ব, মানদত্ব, দয়া ইত্যাদি বস্তুতে নিষ্ঠাকে বলে ওপর তদ্-অনুকূল বস্তু বিষয়িনী।

রুচি—নিষ্ঠাতে একাগ্রভাব যখন লালসায় পরিনত হয় তখন তাকে রুচি বলে। রুচিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন কালে কিছুমাত্র শ্রম অনুভব হয় না।

রুচি দ্বিবিধ—ক) বস্তু বৈশিষ্ট্য অপেক্ষিনী—বস্তুর বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা রাখে সাধকের কাছে। কোন সেবা করবার আগে সেই সেবার প্রকৃতিটা বিচার করে। যেমন রান্না সেবা করলে কতজনের রান্না, কি রান্না এসব বিচার করে দেখে। অল্প অনর্থ থাকাকালীন এরূপ হয়।

খ) তদ্অনপেক্ষিনী—ভগবানের সেবার জন্য বস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধক অপেক্ষা করে না। যেকোন সেবাতেই নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকে।

১৪)আসক্তি বলতে কি বোঝায় ও আসক্তি কত প্রকার?

রুচি যখন প্রৌঢ়ত্ব লাভ করে তাকে আসক্তি বলে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াতে লেগে থাকার বৃত্তিটা স্বাভাবিকী হবে এবং স্বারসিকী অর্থাৎ যত্ন আত্ম পূর্বক সে লেগে থাকবে। এগুলো আসক্তির লক্ষণ। আসক্তি ভজনীয় তত্ত্ব বিষয়া।

১৫)ভাব বলতে কি বোঝায়?

আসক্তির পরিপক্ক অবস্থা ভাব। প্রেমরূপ সূর্যের উদয়ের পূর্বের অবস্থা। ভক্তিকল্পলতিকার পুষ্প স্বরূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ এই 'ভাব'কে 'বিভাব', 'অনুভাব' ও 'ব্যভিচারী ভাব' এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন।

আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

রাগ ভক্ত্যুত্থ ও বৈধ ভক্ত্যুত্থ। এ'দুয়ে তফাৎ এই যে রাগ ভক্ত্যুত্থ ভাব অপেক্ষাকৃত গাঢ় আর বৈধ ভক্ত্যুত্থ ভাব অপেক্ষাকৃত ন্যূন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবের অবস্থাতে সাধকের আর বিচার করা যায় না। ভাবের দুটি ফল— মোক্ষলঘুতাকৃৎ—মোক্ষের আনন্দকেও লঘু করে আর সুদুল্লর্ভত্ব—কৃষ্ণপ্রেম যে সুদুর্ল্লভ সেটা অনুভব করায়।

১৬) প্রেম কি জিনিস?

প্রেম হলো ভাব পুষ্পের ফল।

''প্রেম ফল পাকি পড়ে মালি আস্বাদয়।

লতা অবলম্বি মালি কল্পবৃক্ষ পায়॥'' (চৈঃ চঃ)

প্রেম হলো পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ ভগবানে এমন অনুরাগ জন্মে যাবে যেটা গুণাতীত এবং নিত্যা। প্রেম সহসা আবির্ভূত হয় এবং নিত্য নতুন আস্বাদন করায়। কৃষ্ণ প্রেমের দুটি ফল—সান্দ্রানন্দ ও সুখদাত্মা খুব ঘনীভূত আনন্দের আস্বাদন করায়, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ যে আর নেই সেটা বোঝা যায় এবং সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করায় যে প্রেম এমন একটা জিনিস যা কৃষ্ণাকর্ষিনী অর্থাৎ কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দেয়। *(ক্রমশঃ)*

রাধাকুন্ড গৌড়ীয় মঠে ছয়দিন ব্যাপী 'শরণাগতি' প্রসঙ্গে আলোচনা

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—কমলা দাসী, কলকাতা

পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে মিশনের অন্যতম শাখা রাধাকুন্ডস্থ শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গত ২৫/১০/২০১৬ হতে ৩০/১০/২০১৬ পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী 'শরণাগতি' সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করেন। তিনি বলেন আমরা ভজন উদ্দেশ্যে ধামে উপনীত হয়েছি। ধাম বাস, সাধুসঙ্গ, গুরুসেবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত কিন্তু এইগুলো উপলব্ধি পারবো তখনই যখন আমরা পূর্ণ শরণাগত হতে পারবো। **এখন প্রশ্ন কে শরণাগত হবে, কার শরণাগত হব? শরণাগতির প্রয়োজন কি?** এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মহারাজ বলেনঃ- জীব অনুচৈতন্য এবং তটস্থ শক্তির পরিণাম ফলে জীবের স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে এবং পরতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব হয়। অনাদি বহির্মুখতার ফলে অবিদ্যাগ্রস্থ জীবের মায়াতে অধ্যাস জন্মায় এবং দেহ দেহী সম্বন্ধভুত বস্তুতে আসক্ত হয়ে অনিত্য বস্তু চর্চা করে সংসার চক্রে ভ্রমণ করে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। **এর থেকে উপরত হওয়ার উত্তম পন্থা**—পূর্ব জন্ম সুকৃতি ফলে জীবের সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে শ্রদ্ধা জন্মায়। সাধনের প্রথম সিঁড়ি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার দুটি ভাগ লৌকিক শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বোঝাতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে-বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

(চৈঃ চঃ ম।২২।৬২)

এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার দুটি ভাগ ১) রুচি প্রধান মার্গ ২) বিচার প্রধান মার্গ। এই শ্রদ্ধা সাধনের প্রাথমিক Stage, ভক্তির বীজ স্বরূপ, দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা ভক্তি করার যোগ্যতা প্রদান করে। এটি ভাবময়ী। এর **স্বরূপ লক্ষণ**—ভজনের স্পৃহা জাগিয়ে আদর পূর্বক

শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ রাধাকুন্ড গৌড়ীয় মঠে 'শরণাগতি' আলোচনারত

ভগবৎ সেবায় প্রবৃত্তি লাভ। **তটস্থ লক্ষণ**-সকল জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জেনে বৈষম্য ভাব দূরীকরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব সংবাদে গুণগত ও স্বভাবগত ভেদ অনুসারে শ্রদ্ধাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১) সাত্ত্বিকী—আত্ম অনাত্ম বিচারমূলা শ্রদ্ধা, জীবে দয়া জনিত সেবা।

২) রাজসিকী—কর্ম বা ভোগবৃত্তি মূলা।

৩) তামসিকী—অধর্মকে ধর্ম বলে বিচার। *(ক্রমশঃ)*

রাধাকুন্ড গৌড়ীয় মঠে 'শরণাগতি' এসঙ্গে আলোচনারত সেবাসচিব সন্ন্যাসী মহারাজ

নদীয়া জেলায় গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ৯ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ রবিবার মিশনের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলায় স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ৮০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়।

নদীয়া জেলায় গৌড়ীয়মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

কলকাতা ই.এন্.টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি.আর. রায়. চৌধুরী (ডি.এম্) মহাশয় সকাল ১০টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদের মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মঠের মঠাধ্যক্ষ প্রবীণ বৈষ্ণব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজের পরিচালনায় এবং মঠবাসী ব্রহ্মচারী-গণের বিশেষভাবে সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১১ই সেপ্টেম্বর, রবিবার ২০১৬ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় উস্তি থানাস্থিত শিরাকোল গ্রামে শিরাকোল মাঝের হাট ভাণ্ডারীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ৮০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই.এন্.টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি.আর. রায়. চৌধুরী (ডি.এম্) ও স্থানীয় চিকিৎসক ডঃ এম্ মন্ডল মহাশয় বেলা ১২টা হতে দুপুর ৪টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, ডঃ মদনমোহন দাস (বাগনান) বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের মধ্যে শ্রীজগাই ও শ্রীউৎপল ভাণ্ডারীর সেবা চেষ্টা প্রশংসনীয়। মিশনের সেবা সচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

দঃ ২৪ পরগণায় গৌড়ীয়মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/11/2016

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003. Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন হইতে নতুন প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড
সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম্
২০% ছাড়ে পাওয়া যাইতেছে।
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org